ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ,ওয়াসা ভবন
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৮৪.২০১৭/১৩৮৪ তারিখঃ ০১/১২/২০২২

বার্তা সম্পাদক
"দৈনিক কালবেলা"
ঢাকা।

বিষয়ঃ **প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদলিপি।**

২১ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে আপনাদের **"দৈনিক কালবেলা"** পত্রিকার প্রথম পাতায় **"বারো ভূতে খেয়েছে ৩৮৩০ কোটি টাকা- ঢাকা ওয়াসার ৬ প্রকল্প"**- শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

শিরোনাম সহ প্রকাশিত সংবাদটি ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কয়েকটি প্রকল্পের নাম উল্লেখ করে যে অর্থ লোপাটের তথ্য দেয়া হয়েছে তা প্রতিবেদকের মনগড়া। আলোচ্য প্রতিবেদনে ওয়াসায় অনিয়ম, দুর্নীতি, লুটপাট, অপচয় চলছে- সংস্থার বোর্ড চেয়ারম্যান এর বরাত দিয়ে এ জাতীয় ঢালাও অভিযোগ মিথ্যা ও দুঃখজনক। সেই সাথে সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে জড়িয়ে যে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করা হয়েছে তাও সর্বৈব মিথ্যা ও সংশ্লিষ্ট আইনের পরিপন্থি।

মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়, ঠিকাদার নিয়োগে ঘুষ নিয়ে যে তথ্য দেয়া হয়েছে তা সঠিক নয়। উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পে ওয়াসার একার পক্ষে মনগড়া কোনো ঠিকাদার নিয়োগ সম্ভব নয়। এখানে উন্নয়ন সহযোগী ও প্রকল্পের জন্য নিয়োজিত আন্তর্জাতিক মানের উপদেষ্টা ফার্মের প্রত্যক্ষ তদারকীতে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ক্রয়নীতি অনুসরন করে ঠিকাদার নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। আর বাস্তবতার নিরিখে সংগত কারনে কোন প্রকল্পের সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগীর মুল্যায়নসহ যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাই করে সরকার তার অনুমোদন দিয়ে থাকে।

ওয়াসার বর্তমান প্রশাসন দুর্নীতির বিরুদ্ধে **"জিরো টলারেন্স"** অবস্থান নিয়েছে, যা আলোচ্য সংবাদে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় পরিস্কার করেছেন। দুর্নীতির দায়ে একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেছে। এছাড়া অনেককে সাময়িক বরখাস্তও করেছে, যা অন্য কোনো সংস্থায় ওয়াসার ন্যায় দৃশ্যমান নয়। সে উদ্যোগ এখনো চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে যে কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পেলেই তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়।

প্রতিবেদক কয়েকটি প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট অংকের টাকা দুর্নীতি দুদকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে বলে উল্লেখ করেছেন। আবার তিনি বলেছেন দুদকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য মেলেনি। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রতিবেদক ঢাকা ওয়াসাকে জন-সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য মনগড়া তথ্য উপস্থাপন করেছেন।

ঢাকা ওয়াসা পরিচালিত হয় ওয়াসা এ্যাক্ট ১৯৯৬ অনুযায়ী। দুইজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ প্রক্রিয়ার উপর উচ্চ-আদালতে মামলা থাকায় কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ঢাকা ওয়াসা বোর্ড সাবেক দুইজন অভিজ্ঞ প্রধান প্রকৌশলীদেরকে ওয়াসা এ্যাক্টের সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধি মোতাবেক অত্যন্ত সাময়িকভাবে দুইজন পরিচালক নিয়োগের অনুমোদন দেয়। এখানে নিয়মের কোন ব্যতায় ঘটেনি। এছাড়া ওয়াসা কর্তৃপক্ষ স্থায়ী পদে যে নিয়োগ দিয়ে থাকে সেটাও স্বচ্ছতার ভিত্তিতেই বিধি মোতাবেক করে থাকে।

পরিশেষে, প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনাদের **"দৈনিক কালবেলা"** পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হুবহু একই কলামে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হ'ল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে
০১/১২/২০২২
এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।